বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
মুখপাত্র
www.sec.gov.bd

সূত্র নং- বিএসইসি/ মুখপাত্র/০২/২০২৪/৬০

তারিখ: ০৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৪ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের সাথে বিএসইসি'র সভা প্রসঙ্গে।

অদ্য ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর আগারগাঁও-এ বিএসইসি ভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মোঃ আলী আকবর, বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ, বিএসইসি'র কর্মকার্তাবৃন্দ এবং দেশের পুঁজিবাজারের ব্রোকারেজ হাউজসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (MD) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) তথা শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠিত সভার সূচনা বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি অন্যান্যে মধ্যে বলেন, "বিএসইসি পুঁজিবাজারের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলোর সাময়িক সমাধান নয়, বিশ্বমানের যুগোপযোগি সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই ও নিশ্চিত সমাধানে কাজ করছে। এজন্য কমিশন পুঁজিবাজারের সংস্কারে টাস্কফোর্স করেছে এবং ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে বাজারের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেই সংস্কারের রূপরেখা তৈরি হবে। দেশের পুঁজিবাজারের পদ্ধতিগত (systematic) পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা বাজারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা রাখছি।" পুঁজিবাজারের বাজার মধ্যস্ততাকারীদের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে এবং এর মাধ্যমে আগামীতে বাজারে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি সিকিউরিটিজ আইনের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকল অনিয়ম দূর করে দেশের পুঁজিবাজারকে বিশ্বমানের ও মেধাভিত্তিক করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংস্কারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিতের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে পুঁজিবাজারের বিদ্যমান বিভিন্ন রুলস ও রেগুলেশনের প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়ন, বহুজাতিক কোম্পানিসহ ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন ও সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ, তালিকাভুক্তিতে উৎসাহ বাড়াতে তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির কর হারের পার্থক্যে সংস্কার আনয়ন, মার্জিন রুলের পুনর্বিবেচনা (review) ও সংস্কার, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি ও তাদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারকে বিনিয়োগবান্ধব করতে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ক্যাপিটাল গেইন ও ডিভিডেন্ডের উপর আরোপিত করের ক্ষেত্রে সংস্কার আনয়ন, বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়। এছাড়াও সভার আলোচনায় বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ, তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতসহ জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, বাজার মধ্যস্ততাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারকে আরো ডিসক্লোজারভিত্তিক করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের সম্ভবনাকে কাজ লাগাতে ও এই খাতের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস পরিণত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিসহায়তা প্রদান এবং নীতি সম্পৃক্ত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে মিলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পুঁজিবাজারের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি প্রস্তাবনা উঠে এসেছে।

সভায় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে নানা ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগসমূহের কথা তুলে ধরেন। একইসাথে তারা পুঁজিবাজারের বিদ্যমান সংকটসমূহ নিরসনে ও সংস্কারের প্রক্রিয়ায় বিএসইসি'র সাথে কাজ করার আগ্রহ ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সর্বোপরি, অতীতেও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বোকারেজ হাউজসমূহ গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং আগামীতেও রাখবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

মো. মোহাইমিনুল হক
জনসংযোগ কর্মকর্তা ও
মুখপাত্র (অতিরিক্ত দায়িত্ব)